প্রতিশ্রুতিগুলো কাগজেই রয়ে গেছে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মেহেরপুর-মুজিবনগরে আবারও শোনা যাচ্ছে পরিচিত সব প্রতিশ্রুতি, চাকরি, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও আধুনিক উন্নয়ন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, গত দেড় যুগে এই এলাকার বাস্তবতায় কী বদলেছে, আর কোন প্রতিশ্রুতিগুলো কাগজেই রয়ে গেছে? সরেজমিন বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মেহেরপুর ও মুজিবনগরে দৃশ্যমান উন্নয়ন প্রধানত অবকাঠামোকেন্দ্রিক। সড়ক, ভবন, প্রশাসনিক স্থাপনা ও স্মৃ়সৌধ উন্নয়নের কাজ হয়েছে।

তবে এসব উন্নয়ন স্থানীয় মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানে কতটা প্রভাব ফেলেছে- সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। নির্বাচনী ইশতেহার ও সভা-সমাবেশে বারবার শিল্পায়নের কথা বলা হলেও বাস্তবে বড় কোনো শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। ফলে শিক্ষিত যুবকদের জন্য বেসরকারি চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা কিছু ছোট ব্যবসা ও দোকান কর্মসংস্থানের সামান্য সুযোগ তৈরি করলেও তা ক্রমবর্ধমান কর্মপ্রত্যাশীদের তুলনায় নগণ্য।

মেহেরপুরের প্রগতিশীল মানুষ মাহবুবুল হক মন্টু বলেন, মেহেরপুরে বিভিন্ন সময়ে রেল লাইন, কৃষি গবেষণা ও কৃষি ইন্সটিটিউট, ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কোল্ড স্টোরেজ বা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতির কথা ছিল। কিন্তু পরিকল্পনার অভাব ও উদ্যোগহীনতায় তা হয়নি। অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বাইরের ঠিকাদার ও শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কাজের সুযোগ তৈরি হয় না। কাজ শেষ হলে কর্মসংস্থানও শেষ হয়ে যায়। মানুষ এবার যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের কথা বলছেন।

মুজিবনগরের দিনমজুর রমজান আলী বলেন, রাস্তা বানানোর সময় কয়েক মাস কাজ পাই, তারপর আবার বেকার। এতে বোঝা যায়, উন্নয়ন প্রকল্পগুলো কর্মসংস্থানমুখী না হওয়ায় স্থায়ী আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না।

নারী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বাস্তবতা হতাশাজনক। সরকারি প্রশিক্ষণ বা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়।

অধিকাংশ নারী এখনো ঘরকেন্দ্রিক অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমেই সীমাবদ্ধ। সমাজকর্মী তৃপ্তি কনা বিশ্বাসের ভাষায়, নারীদের জন্য আলাদা শিল্প এলাকা, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগ ছাড়া টেকসই পরিবর্তন আসবে না। এবারও যারা এসব পরিবর্তণের প্রতিশ্রুতি দেবেন তাদেরকেই চাচ্ছি।

মানবাধিকারকর্মী দিলারা জাহান বলেন, নারীর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ছাড়া উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এছাড়া সংখ্যালঘু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও অধিকার নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। এই মানবাধিকার কর্মীর মতে, নির্বাচনের সময় সবাই সমতার কথা বললেও বাস্তবে বৈষম্য থেকেই যাচ্ছে। আমরা নারীদের উৎসাহ যোগাচ্ছি যারা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করবেন তাদেরকে ভোট প্রদানের জন্য।

মুজিবনগরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও পর্যটন ও গবেষণাভিত্তিক কর্মসংস্থান গড়ে ওঠেনি। স্মৃতিসৌধকেন্দ্রিক আয়োজন বছরে নির্দিষ্ট কিছু দিনে সীমাবদ্ধ। নিয়মিত পর্যটন অর্থনীতি গড়ে না ওঠায় স্থানীয় ব্যবসা ও কর্মসংস্থানও স্থায়ী রূপ পায়নি। এই বাস্তবতার আলোকে ভোটারদের প্রশ্ন বদলেছে। তারা জানতে চাইছেন— আগের প্রতিশ্রুতি কেন বাস্তবায়িত হয়নি, নতুন প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপরেখা কী এবং কোন সময়ে কত কর্মসংস্থান হবে। মুজিবনগরের ভোটারদের কাছে এবারের নির্বাচন তাই আবেগের নয়, জবাবদিহিতা ও সক্ষমতার পরীক্ষা। ইতিহাসের গৌরব নয়, তারা এখন চাইছে বাস্তব জীবনের নিরাপত্তা, কাজ, আয় ও সম্মানের নিশ্চয়তা।

গাংনীতে দুই সার ডিলারকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ও বাওট বাজারে সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির দায়ে দুই সার ডিলারকে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল রবিবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন এ জরিমানা আদায় করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, ধানখোলা বাজারের মেসার্স কাদের স্টোর এবং বাওট বাজারের মেসার্স শরিফ অ্যান্ড সন্স অনিয়মতান্ত্রিকভাবে সার মজুদ করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছিল।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কৃষি বিপণন আইন–২০১৮ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান দুটিকে পৃথকভাবে ২০ হাজার টাকা করে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানের সময় গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়র রহমানসহ পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে প্রতিদিনের ধারাবাহিক ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরের ১নং ওয়ার্ডে গতকাল রবিবার ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিকসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

বারি সরিষা-২০ উৎপাদনে মেহেরপুরে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মেহেরপুরে বারি সরিষা-২০ এর উৎপাদন কর্মসূচির ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (০১ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে সদর উপজেলার বাড়াদি এলাকায় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিজস্ব গবেষণা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট মেহেরপুরের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মেহেরপুরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সনজীব মৃধা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাড়াদি বিএডিসির ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামারের উপ-পরিচালক মির্জা শফিকুল ইসলাম, কৃষি বিজ্ঞানী ড. জাহাঙ্গীর হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এ সময় প্রায় ৫০ জন কৃষক-কৃষাণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং বারি সরিষা-২০ এর চাষ পদ্ধতি ও সুফল সম্পর্কে ধারণা নেন।

বক্তারা বলেন, বারি সরিষা-২০ একটি লাভজনক চান্স ফসল। একই জমিতে দুইবার ধান চাষের মধ্যবর্তী সময়ে মাত্র ৮৫ দিনে এ সরিষা চাষ করা সম্ভব। এতে বিঘা প্রতি অন্তত ৬-৭ মণ ফলন পাওয়া যায়। সরিষা চাষে খরচ খুবই কম মাত্র ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা। খরচ বাদ দিয়ে চান্স ফসল হিসেবেই একজন চাষি ২০ থেকে ২২ হাজার টাকা লাভ করতে পারেন।

বর্তমানে নিয়মিত বারি সরিষা-১৪ চাষের কারণে রোগবালাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন আগের তুলনায় কমে যাচ্ছে। তাই চাষিদের লাভজনক বিকল্প হিসেবে বারি সরিষা-২০ চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে ছাত্রদলের ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের নেতৃত্বে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে গণসংযোগ ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার বিকাল ৪টার দিকে সদর উপজেলার আমঝুপি এলাকায় এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়। গণসংযোগকালে নেতাকর্মীরা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট প্রদানের জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শফিকুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শেখ রাশেদুল ইসলাম রাজন, দপ্তর সম্পাদক লিজন আহম্মেদ, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহিসহ সদর উপজেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ফজলে রাব্বী।

বার্ষিক ক্রীড়ায় আবারও উজ্জ্বল দুই বোন তাসনিয়া তুবা ও নিশাত জারা

শৈশবের উচ্ছ্বাস, পরিশ্রম আর সাফল্যের হাসি- সব মিলিয়ে আবারও ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখল দুই বোন তাসনিয়া তুবা ও নিশাত জারা। ঢাকার গাইডেন্স ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এবছরও পুরস্কার অর্জন করে তারা স্কুল অঙ্গনে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

গ্রেড-৩ শ্রেণির শিক্ষার্থী তাসনিয়া তুবা একটি ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজের দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ দেয়। অপরদিকে নার্সারি শ্রেণির শিক্ষার্থী ছোট বোন নিশাত জারা দুটি ইভেন্টে রানার্সআপ হয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে। বয়সে ছোট হলেও মাঠে তার দৌড়, মনোযোগ আর লড়াইয়ের মানসিকতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো— এ সাফল্য তাদের জন্য নতুন নয়। গত বছরও স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দুই বোন দুটি ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তাক লাগিয়েছিল। ধারাবাহিক এই অর্জন প্রমাণ করে, খেলাধুলায় তারা শুধু অংশগ্রহণকারী নয়— বরং প্রতিযোগিতামুখর ও প্রতিশ্রুতিশীল খেলোয়াড় হিসেবেই নিজেদের গড়ে তুলছে।

তাসনিয়া তুবা ও নিশাত জারা মেহেরপুরের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তোজাম্মেল আযমের নাতনি। নাতনিদের এই সাফল্যে পরিবারে যেমন আনন্দের জোয়ার, তেমনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শুভানুধ্যায়ীদের মাঝেও তৈরি হয়েছে গর্বের অনুভূতি। শিক্ষকরা জানান, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলায় নিয়মিত চর্চাই তাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

মেহেরপুর বিসিকের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় ৮ শ্রমিক আহত, ৫ জন গুরুতর

আজ রবিবার সকালে যতারপুর এলাকা থেকে কয়েকজন শ্রমিক আলগামনে কাজের উদ্দেশ্যে গোপালপুরের দিকে রওনা দেন। এ সময় মেহেরপুরের বিসিক শিল্পনগরীর সামনে মেহেরপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া গোল্ডেন লাইন পরিবহন পেছন থেকে তাদের বহনকারী আলগামনে ধাক্কা দেয় হেল্পার ও সুপারভাইজার পালিয়ে যায়।

এ দুর্ঘটনায় ৮ জন শ্রমিক আহত হন। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শর্য্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

বর্তমানে আহত সকলেই মেহেরপুর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গুরুতর আহতদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

এ দুর্ঘটনার গোল্ডেন লাইন পরিবহন সেনাবাহিনীর আটক করে রেখেছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

গাংনীতে চাঁদার দাবিতে বোমা সাদৃশ্য বস্তু রেখে প্রবাসীর পরিবারকে হুমকি

মেহেরপুরের গাংনীতে দেড় লক্ষ টাকা চাঁদার দাবিতে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু রেখে প্রবাসীর পরিবারকে হুমকি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ রোববার সকালে কাথুলী ইউনিয়নের সহগোলপুর গ্রামের সিঙ্গাপুর

প্রবাসী মিঠুনের বাড়ির পাশ থেকে বোমা সাদৃশ্য দুটি বস্তু ও চাঁদা দাবির চিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রবাসী মিঠুন সহগোলপুর গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে। এ ঘটনায় মিঠুনের পরিবারসহ এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে,শ্রদ্ধেয় মামা সালাম নিবেন আশা করি ভালোই আছেন বিল্ডিং অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক টাকা খরচ তাইনা ? এলাকার বড় ভাইদের মিষ্টি দিলেন না তাই আমরা সোশাল মিষ্টি পাঠালাম আমাদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য এই নাম্বার ০১৯৩৬-০২৪২৫৩ নগত ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিবেন, না দিলে ছেলে ও বিল্ডিং দুইটায় হারাবেন। নগত বা বিকাশে টাকা না দিতে পারেন তাহলে নারগিসের বাথরুমের পিছনে ২টা ৪৮ মিনিটের সময় রেখে আসবেন।

সিঙ্গাপুর প্রবাসী মিঠুনের চাচাতো ভাই নাজমুল জানান, তাদের নির্মানাধীন বাড়ির পাশে একটি মিষ্টির প্যাকেটে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি সদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। চিরকুটে দেড়লাখ টাকা মিষ্টি খাওয়ার জন্য দাবি করেছে। স্থানীয় মুসল্লীরা সকালে প্যাকেট দেখতে পেয়ে আমাদের খবর দেয় পরে বিষয়টি পুলিশকে অবগত করলে তারা চিরকুট ও বোমা সাদৃশ্য বস্তু নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাস বলেন, ভয়ভীতি দেখানোর জন্য বোমা সদৃশ্য বস্তু রাখতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। এটি নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গাংনীতে কোরআন তেলওয়াত ও ইসলামি সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে কোরআন তেলওয়াত ও ইসলামি সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার দিনব্যাপী উপজেলার দেবীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন অত্র উপজেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক শিক্ষক হাজী মো: সামসুজ্জোহা (বিএসসি)। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, করমদী দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহকারী সুপার মাওলানা মো: শওকত আলী।

কোরআন তেলওয়াত ও ইসলামি সংগীত প্রতিযোগিতার দুই বিভাগ থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারকারী মোট ৬ জনকে পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ তুলে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলার ১৬টি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও কোরআন পাঠশালার উদ্যোগে কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারকারীকে ইসলামী বই উপহার দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অত্র এলাকার ছয় মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও হাফেজগণ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এই ধরনের ব্যতিক্রমী একটি অনুষ্ঠান সত্যি আমাদের মন জয় করেছে। এই ধরনের অনুষ্ঠান খুব কম লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া দেবীপুর, ঝোড়াঘাট, মাঠপপাড়া, করমদী ও চককল্যাণপুর এই চার গ্রামের যুবসমাজের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি হয়।গতবছরও হয়েছিল এ অনুষ্ঠানটি। যারা এর আয়োজন করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামীতে উপজেলা সকল মাদ্রাসা নিয়ে যাতে এর চেয়ে আরও ভালো অনুষ্ঠান উপহার দিতে পারে এই দোয়া করি।

অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন, রাকিবুল ইসলাম কবি, মাহবুব তানিম ও বিপ্লব হোসেন। অনুষ্ঠানে অত্র এলাকার শিক্ষক সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা

হাজী আকবর আলীকে গার্ড অব অনার ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আকবর আলী মন্ডলকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে গহরপুরে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। এর আগে জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত মরহুমের মরদেহে জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে পৃথকভাবে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম এবং সেনাবাহিনীর পক্ষে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মারুফ পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এসময় সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল মরহুমের মরদেহে গার্ড অব অনার প্রদান করে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন মারুফ সালাম গ্রহণ করেন। এর আগে পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে, যেখানে রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। এ সময় বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের আনুষ্ঠানিকতা শেষে জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এ সময় জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল শনিবার ভোরে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আকবর আলী মন্ডল ইন্তেকাল করেন। আগের দিন তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, দুই মেয়ে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।